International Journal of Applied Research 2019; 5(7): 237-242

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2019; 5(7): 237-242
www.allresearchjournal.com
Received: 17-05-2019
Accepted: 20-06-2019

মৃত্যুঞ্জয় গরাঁই
গবেষক, সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত বিভাগ, ভাষাভবন, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন।

Correspondence
মৃত্যুঞ্জয় গরাঁই
গবেষক, সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত বিভাগ, ভাষাভবন, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন।

শিশুপালবধের শিষ্টপ্রয়োগ সমর্থনে সর্বঙ্কষা টীকা: এক সমীক্ষা

মৃত্যুঞ্জয় গরাঁই

সারাংশ
অপার কাব্যসংসারে কবি-সাহিত্যিকগণ নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী। কাব্যে ভাব-ভাগিরথীর স্বচ্ছন্দ প্রবাহ অব্যাহত রাখতে কবি মহাকবিগণের রচনায় অনেকসময় ব্যাকরণের শিথীলতা দেখা যায়। সহৃদয়গণের উদার দৃষ্টিতে এই শিথীলতা আর্ষপ্রয়োগ বা শিষ্টপ্রয়োগ বা কবিপ্রয়োগ রূপে বিবেচিত। প্রতিটি মহাকাব্যেই কিছু না কিছু শিষ্টপ্রয়োগ দৃষ্ট হয়ে থাকে। 'শিশুপালবধ' মহাকাব্যও এর ব্যতিক্রম নয়। টীকাকার মল্লিনাথ তাঁর 'সর্বঙ্কষা' টীকায় শিশুপালবধের শিষ্টপ্রয়োগগুলির প্রামাণিকতা বিচার করেছেন। সেরূপ শিষ্টপ্রয়োগগুলির কতিপয় দৃষ্টান্ত এই শোধপত্রে বিশ্লেষিত হয়েছে।

বিষয়সূচক শব্দাবলী
কবি, মহাকাব্য, বৃহৎত্রয়ী, সহৃদয়, শিষ্টপ্রয়োগ, টীকা, বার্তিক, শব্দকোশ, অভিধান, ধাতু, প্রত্যয়, আহিতাগ্নি, নিরঙ্কুশ, অব্যয়।

প্রস্তাবনা
আমাদের সুসমৃদ্ধ ও সুবিশাল সংস্কৃত সাহিত্যে যে সমস্ত কাব্যরত্নের গণনা সর্বোপরি করা হয়ে থাকে তাদের মধ্যে ছয়টি অন্যতম। এদের মধ্যে তিনটি লঘুত্রয়ী এবং তিনটি বৃহৎত্রয়ী। কবিকুলগুরু কালিদাসের 'কুমারসম্ভব', 'রঘুবংশ' ও 'মেঘদূত'– এই তিনটি কাব্য লঘুত্রয়ী। অন্যদিকে ভারবি বিরচিত 'কিরাতার্জুনীয়', মাঘকৃত 'শিশুপালবধ' ও শ্রীহর্ষ প্রণীত 'নৈষধীয়চরিত'- বিষয়বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ এই কাব্যত্রয় বৃহৎত্রয়ী নামে পরিচিত। বৃহৎত্রয়ীর অন্তর্ভূক্ত অপর দুটি অনবদ্য কাব্যের ন্যায় 'শিশুপালবধ' মহাকাব্যেরও বিদ্বদ্সমাজে সর্বমান্য প্রতিষ্ঠা রয়েছে। মাঘকবির নবীন-নুতন শ্রুতিসুখকর শব্দের সঙ্গীতময় ঝংকার অর্থবোধের প্রতীক্ষা ছাড়ায় হৃদয়কে রসানুলিপ্ত করে থাকে। তাই সহৃদয়ের কাছে 'মাঘকাব্য' বা 'শিশুপালবধ' মহাকাব্যের আবেদন বেশ জনপ্রিয়। শব্দবৈচিত্র্য মাঘকাব্যের আকর্ষণীয় বিষয়। শব্দের যাদুকর মহাকবি মাঘ তাঁর কাব্যে ভুরি ভুরি প্রচলিত, অপ্রচলিত ও দুরূহ শব্দ তথা পদের প্রয়োগ করেছেন। মাঘ কাব্য যেন এক শব্দকোষ। তাই আবেগোচ্ছসিত কোন সমালোচক বলে থাকেন –

"নবসর্গগতে মাঘে নবশব্দো ন বিদ্যতে।"

অর্থাৎ মাঘকাব্যের নয়টি সর্গ অধ্যয়ন করলে নতুন কোন শব্দ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। কথাটির গুরুত্ব যাইহোক না কেন, মাঘকাব্যের শব্দাড়ম্বর সত্যিই সকলের বিস্ময়। আর এই শব্দাড়ম্বর দেখাতে গিয়ে মাঘকবি অনেকেসময় ব্যাকরণের চিরাচরিত নিয়মকে লঙ্ঘন করেছেন। ছিদ্রান্বেষী সমালোচকদের কাছে যা অনেকটা বিরূপ প্রভাব পড়েছে। আবার অনেক সহৃদয় সেই সমস্ত প্রয়োগগুলিকে শিষ্টপ্রয়োগের রূপ দিয়ে আবার সেগুলির সাধুত্ব প্রদর্শনে প্রয়াসী হয়েছেন। এই ধারার অন্যতম সফল সহৃদয় হলেন কোলাচল মল্লিনাথ সূরী। তিনি তাঁর 'সর্বঙ্কষা' টীকাতে বিবিধ বৈয়াকরণমতের উদ্ধৃতি তুলে ধরে 'শিশুপালবধ' মহাকাব্যের বহু শিষ্টপ্রয়োগের ভ্রমনিবারণে প্রয়াসী হয়েছেন। টীকাকারের এই প্রয়াস সাদরে বরণীয়। এরূপ কতিপয় দৃষ্টান্ত এই শোধলেখে বিশ্লেষণ সহকারে পরিবেশিত হয়েছে।

' নারদঃ '

''ক্রমাদমূং নারদ ইত্যবোধি সঃ।''(শিশু.১/৩)

শিশুপালবধের এই শ্লোকাংশের 'নারদঃ' পদটির প্রথমা বিভক্তির কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে টীকাকার মল্লিনাথ 'সর্বঙ্কষা' টীকাতে বলেছেন –

''নারদ ইত্যবোধি, নারদং বুদ্ধবানিত্যর্থঃ। নারদস্য কর্মত্বেঽপি নিপাতশব্দেনাভিহিতত্বান্ন দ্বিতীয়া। তিঙামুপসংখ্যানস্যোপলক্ষণত্বাৎ। যথাহ বামনঃ– 'নিপাতেনাপ্যভিহিতে কর্মনি ন কর্মবিভক্তিঃ পরিগণনস্য প্রায়িকত্বাত্' ইতি।''

'নারদঃ' পদটি এখানে সকর্মক বুধ্[১] ধাতুর কর্ম। অতএব *''অনভিহিতে''(২/৩/১)* সূত্রের অধিকারে *''কর্মণি দ্বিতীয়া''(২/৩/২)* সূত্রানুসারে এখানে কর্মে দ্বিতীয়া বিভক্তির প্রাপ্তি ছিল। কিন্তু 'ইতি' এই অব্যয়ের দ্বারা কর্ম 'নারদ' অভিহিত হওয়ায় সেখানে দ্বিতীয়া বিভক্তি না হয়ে প্রথমা বিভক্তি হয়েছে। নিপাতের দ্বারা অভিধান বিষয়ে পাণিনীয় সূত্র না থাকলেও আচার্য কাত্যায়ন প্রণীত বার্তিক সূত্র রয়েছে। এই বার্তিকসূত্রটি হল – *''তিঙকৃত্তদ্ধিতসমাসৈঃ পরিসংখ্যানম্।''* এখানে মুখ্যতঃ তিঙ্, কৃত্, তদ্ধিত ও সমাসের দ্বারা অভিধান উক্ত হয়েছে। তবে 'পরিসংখ্যানম্' পদটির উপলক্ষণাবশতঃ কোন কোন নিপাতের দ্বারাও অভিধানত্ব সূচিত হয়। 'সিদ্ধান্ত-কৌমুদী' গ্রন্থে আচার্য ভট্টোজী দীক্ষিত উক্ত বার্তিকসূত্রটিতে 'প্রায়েণ' পদটি সংযোজন করে ''ক্বচিন্নিপাতেনাভিধানম্''– এরূপ বৃত্তি করে নিপাতের অভিধানত্ব দেখিয়েছেন। আবার পরবর্তীকালে আচার্য বামন তাঁর 'কাব্যালংকার-সূত্রবৃত্তি' গ্রন্থে এই বিষয়ে এক সুচারু সূত্র প্রণয়ন করেছেন। টীকাকার মল্লিনাথ তাঁর ব্যাখ্যার সমর্থনে সেই সূত্রটি উদ্ধৃত করছেন। এই সূত্রটি হল–

''নিপাতেনাপ্যভিহিতে কর্মনি ন কর্মবিভক্তিঃ পরিগণনস্য প্রায়িকত্বাত্।'' [২]

এই সূত্রের বৃত্তিতে আচার্য বামন আরও স্পষ্ট করে বলেছেন–

'' 'অনভিহিতে' ইত্যত্র সূত্রে 'তিঙকৃত্তদ্ধিতসমাসৈঃ' ইতি পরিগণনং কৃতম্। তস্য প্রায়িকত্বান্নিপাতেনাপ্যভিহিতে কর্মণি ন কর্মবিভক্তির্ভবতি। ''

অতএব নিপাতের দ্বারা যে অভিধান তা 'প্রায়িক' অর্থাত্ ক্বচিত্ কদাচিত্ হয়ে থাকে। আর এই অভিধান হলে কর্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি না হয়ে *''প্রাতিপদিকার্থলিঙ্গপরিমাণ-বচনমাত্রে প্রথমা''(২/৩/৪৬)* সূত্রানুসারে প্রথমা বিভক্তিই হয়ে থাকে। তাই এখানেও বুধ্ ধাতুর কর্ম 'নারদঃ' পদটি 'ইতি' এই অব্যয়ের দ্বারা অভিহিত হওয়ায় সঙ্গতরূপে প্রথমা বিভক্তিই হয়েছে। আবার প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'ইতি' নিপাত শ্রেণীর অব্যয় নয়। কারণ নিপাত শ্রেণীর অব্যয়ের কোন বাচ্যার্থ থাকে না, এরা দ্যোতক অব্যয়। যেমন- প্র, পরা প্রভৃতি। কিন্তু 'ইতি' এর নিজস্ব অর্থ রয়েছে। সুতরাং 'ইতি' বাচক অব্যয়, নিপাত হতে পারে না। যদি তাই হয় তাহলে নিপাতের দ্বারা অভিধানের বিষয়টি এখানে দোষাবহ হয়ে পড়ে। এই সমস্যার নিরসনে বলা যায়, এখানে প্রযুক্ত নিপাত শব্দটি ব্যাপকার্থে গ্রহণীয়। নিপাত শব্দটির ব্যাপকার্থ গ্রহণ করলে 'ইতি' এই অব্যয়ের অভিধানে কোন বাধা থাকে না।

' শম্ভুনা '

'' স্ফুটোপমং ভূতিসিতেন শম্ভুনা ''(শিশু.১/৪)

সর্বঙ্কষা॰ ''শম্ভুনা হরেণ স্ফুটা উপমা সাদৃশ্যং যস্য তং স্ফুটোপমম্। সদৃশপর্যায়য়ো-স্তুলোপমাশব্দয়োঃ 'অতুলোপমাভ্যাম্-' ইতি নিষেধাত্সাদৃশ্যবাচিত্বে তৃতীয়েত্যাহুঃ।''

'তুলা' ও 'উপমা' এই দুই শব্দ ব্যতীত তুল্যার্থক অন্য শব্দ যোগে পক্ষে ষষ্ঠী এবং বিকল্পে তৃতীয়া বিভক্তির প্রয়োগ হয়। এবিষয়ে পাণিনীয় সূত্র -

'তুল্যার্থৈরতুলোপমাভ্যাং
তৃতীয়ান্যতরস্যাম্''(২/৩/৭২)।

শিশুপালবধের এই শ্লোকাংশে সাদৃশ্যবাচক 'উপমা' শব্দের প্রয়োগ রয়েছে। অতএব উক্ত সূত্রের নিষেধতাহেতু 'শম্ভুনা' পদটিতে বিকল্পে তৃতীয়া বিভক্তি না হয়ে পক্ষে ষষ্ঠী বিভক্তির প্রাপ্তি ছিল। তাহলে এস্থলে বিকল্পে তৃতীয়া কিরূপে সমর্থনীয়**?** এই প্রসঙ্গে টীকাকার মল্লিনাথ যুক্তি দেখিয়েছেন, সূত্রে উল্লিখিত 'তুলা' ও 'উপমা' এই শব্দ দুইটি সদৃশবাচক, কিন্তু এই শ্লোকাংশে প্রযুক্ত 'উপমা' শব্দটি সাদৃশ্যবাচক। অতএব সাদৃশ্যবাচক 'উপমা' শব্দযোগে এস্থলে বিকল্পে তৃতীয়া বিভক্তির প্রাপ্তিতে কোন বাধা নেই। 'সিদ্ধান্তকৌমুদী' গ্রন্থের প্রখ্যাত টীকা তত্ত্ববোধিনীতে 'শম্ভুনা সহ'- এরূপ অর্থ করে *''সহযুক্তেঽপ্রধানে''(২/৩/১৯)* সূত্রানুসারে সহার্থে তৃতীয়ারূপে 'শম্ভুনা' পদটির বিকল্পে তৃতীয়া সমর্থিত হয়েছে।

'সরজসা'

''সরজসারুণকেশরচারুভিঃ।''(শিশু.৬/৪৭)

সর্বঙ্কষা॰ ''সহ রজসা সরজসম্। 'অচতুর-' ইত্যাদিনা সাকল্যার্থেঽব্যয়ীভাবে সমাসান্তো নিপাতঃ। বহুব্রীহ্যর্থে তু লক্ষণয়া সরজস্কা ইত্যর্থঃ। অতএব 'ন সরজসমিত্যনব্যয়ীভাবে' ইতি বামনঃ। অথবা মহাকবিপ্রয়োগপ্রাচুর্যদর্শনাদব্যয়ীভাবদর্শনং প্রায়িকমিতি পক্ষাশ্রয়ণাদ্ব-হুব্রীহ্যর্থোঽপি সাধুরেব।''

এই শ্লোকে প্রযুক্ত 'সরজস্' শব্দটি অব্যয়ীভাব ও বহুব্রীহি উভয় সমাসের অর্থেই প্রযুক্ত হতে পারে। মল্লিনাথ এই দুই সমাসের অর্থেরই সাধুত্ব প্রদর্শন করেছেন। অব্যয়ীভাব সমাস পক্ষে, 'রজঃ অপি অপরিত্যজ্য'- এই বিগ্রহে *''অব্যয়ং বিভক্তিসমীপসমৃদ্ধি- বৃদ্ধ্যর্থভাবাত্যয়া-সম্প্রতিশব্দপ্রাদুর্ভাব-পশ্চাদযথানুপূর্ব-যৌগপদ্যসাদৃশ্য-সম্পত্তি-সাকল্যান্ত-বচনেষু''(২/১/৬)*[৩] সূত্রানুসারে সাকল্যার্থে 'সহ' অব্যয়ের সঙ্গে 'রজঃ'- এই সমর্থ সুবন্ত পদের মধ্যে অব্যয়ীভাব সমাস হয়েছে। আবার ''অব্যয়ীভাবে চাকালে''(৬/৩/৮১)[৪] সূত্রানুসারে উত্তরপদ কালবাচক না হওয়ায় 'সহ' অব্যয়ের এখানে 'স' আদেশ হয়েছে। তদনন্তর *''অচতুরবিচতুর-সুচতুরস্ত্রীপুংস-ধেন্বনড়ুহর্ক্ষাম-বাষ্মনসাক্ষি-ভ্রুবদার-গবোর্বষ্ঠীব-পদষ্ঠীব-নক্তন্দিব-রাত্রিন্দিবাহর্দিব-সরজস-নিঃশ্রেয়স-পুরুষায়ুষ-দ্ব্যায়ুষ-ত্র্যায়ুষর্গযজুষ-জাতোক্ষ-মহোক্ষ-বৃদ্ধোক্ষোপশুন-গোষ্ঠশ্বাঃ''(৫/৪/৭৭)*[৫] সূত্রানুসারে 'রজস্' শব্দের উত্তর নিপাতনে সমাসান্ত অচ্ প্রত্যয় প্রযুক্ত হয়ে এবং *''নাব্যয়ীভাবাদতোঽমত্বপঞ্চম্যাঃ''(২/৪/৮১)* সূত্রানুসারে অ-কারান্ত অব্যয়ীভাব হওয়ায় অমাদেশে 'সরজসম্' পদটি গঠিত হয়। অব্যয়ীভাব সমাসের অর্থে 'সরজসম্' এরূপ সমাসবদ্ধ পদই হবে, বহুব্রীহি অর্থে হয় না। এই প্রসঙ্গে টীকাকার মল্লিনাথ বামনোক্ত সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এই উদ্ধৃতিটি হল-

''ন সরজসমিত্যনব্যয়ীভাবে।''(কাব্যালংকার-সূত্রবৃত্তি ৫/২/৬৩)।

এই সূত্রের বৃত্তিতে আচার্য বামন আরও স্পষ্ট করে বলেছেন-

'' 'মধু সরজসং মধ্যেপদ্মং পিবন্তি শিলিমুখাঃ' ইত্যাদিষু সরজসমিতি ন যুক্তঃ। প্রয়োগোহনব্যয়ীভাবে, অব্যয়ীভাব এব সরজসশব্দস্যেষ্টত্বাত্। ''

অর্থাৎ বহুব্রীহি ব্যতিরিক্ত অব্যয়ীভাব সমাসের ক্ষেত্রেই 'সরজসম্' এরূপ সমাসবদ্ধ পদ গঠিত হবে। বহুব্রীহি অর্থে পদটি কিন্তু 'সরজঃ' বা 'সরজস্কঃ' এরূপ প্রাপ্ত হবে। 'রজসা সহ বর্ততে'- এই বিগ্রহে এখানে *''তেন সহেতি তুল্যযোগে''(২/২/২৮)*[৬] সূত্রানুসারে 'সহ' অব্যয়ের সঙ্গে তৃতীয়ান্ত 'রজসা' পদের বহুব্রীহি সমাস হবে। আবার *''বোপসর্জনস্য''(৬/৩/৮২)*[৭] সূত্রানুসারে উপসর্জন 'সহ' অব্যয়ের বিকল্পে 'স' আদেশে 'সরজঃ' পদটি গঠিত হবে। '' *অচতুর- ''(৫/৪/৭৭)* ইত্যাদি সূত্র দ্বারা এখানে সমাসান্ত অচ্ হয় না। কারণ অব্যয়ীভাব সমাসের ক্ষেত্রেই নিপাতনে এই অচ্ হয়ে থাকে, বহুব্রীহিতে নয়। তবে উপলক্ষণাবশতঃ 'সরজস্' শব্দের উত্তর *''শেষাদ্বিভাষা''(৫/৪/১৫৪)* সূত্রানুসারে সমাসান্ত কপ্-প্রত্যয় বিহিত হয়ে 'সরজস্কঃ' পদটিও গঠিত হয়।

অব্যয়ীভাব ও বহুব্রীহি এই দ্বিবিধ সমাসার্থে 'সরজস্' শব্দটি প্রযুক্ত হলেও ব্যাকরণের বলিষ্ঠ যুক্তিনিষ্ঠ সিদ্ধান্তে অব্যয়ীভাব সমাসের অর্থটিই এখানে মুখ্যতঃ প্রাসঙ্গিক। তবে অপার কাব্যসংসারে কবি মহাকবিগণ যেহেতু নিরঙ্কুশ অর্থাৎ মুক্তদৃষ্টি বা স্বাধীন, তাই ব্যাকরণের শৃঙ্খল কখনও কখনও তাঁদেরকে শৃঙ্খলিত করতে পারে না। এই কারণে ব্যাকরণের নিয়মে অব্যয়ীভাব সমাসের অর্থ এখানে অধিক সঙ্গত হলেও কবি মহাকবিগণের রচনায় ভুরি ভুরি লক্ষিত হয় বহুব্রীহি অর্থেরই বাহুল্যতা ও

অব্যয়ীভাবের স্বল্পতা। অতএব এই পক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করলে 'সরজস্' শব্দে বহুব্রীহি অর্থের সাধুত্বও সিদ্ধ হয়।

' সুগন্ধিঃ '

''কস্তূরিকামৃগবিমর্দসুগন্ধিরেতি।''(শিশু.৪/৬১)

সর্বঙ্কষা॰ ''কস্তূরিকামৃগাণাং বিমর্দেন সংঘর্ষেণ সুগন্ধিঃ শোভনগন্ধঃ। যদ্যপি গন্ধস্যেত্বে তদেকান্তগ্রহণং কর্তব্যমিত্যুক্তম্, তথাপি 'নিরঙ্কুশাঃ কবয়ঃ' ইত্যপর্যনুযোগঃ।''

'শোভনঃ গন্ধঃ যস্য সঃ'- এই বিগ্রহে এখানে *''শেষো বহুব্রীহিঃ''(২/২/২৩)* অধিকার সূত্রের অন্তর্গত *''অনেকমন্যপদার্থে''(২/২/২৪)* সূত্রানুসারে শোভনার্থক 'সু' পদের সঙ্গে 'গন্ধঃ'- এই সমর্থ সুবন্ত পদের মধ্যে বহুব্রীহি সমাস হয়েছে। আবার *''গন্ধস্যেদুত্পূতিসুসুরভিভ্য''(৫/৪/১৩৫)*[৮]

সূত্রানুসারে 'সু' শব্দের পর 'গন্ধ' শব্দের অন্তবর্ণ অ-কার স্থানে ইদ্ আদেশ হয়েছে। তবে এই ইদাদেশ *''গন্ধস্যেত্বে তদেকান্ত-গ্রহণম্''(বা.৩৩৬৮)*[৯] এই বার্তিকানুসারে কোন দ্রব্যের একস্বরূপ বা অবিভাজ্য অংশ হলেই হয়ে থাকে, অন্যত্র নয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে 'সুগন্ধি' শব্দের ইদাদেশ অব্যাকরণসম্মত বলে সংশয়াচ্ছন্ন হয়। কারণ এখানে 'গন্ধ' শব্দ দ্রব্যের একস্বরূপ বা অবিভাজ্য অংশ নয়। কস্তূরিকামৃগের সংঘর্ষজনিত কারণে এই গন্ধের উত্পত্তি অতএব এখানে ইদাদেশ কিরূপে সমর্থনীয়*?* এর উত্তরে মল্লিনাথ কবিদের প্রতি উদার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন-

''নিরঙ্কুশাঃ কবয়ঃ''

অর্থাৎ সাহিত্যসৃজনে কবি মহাকবিগণ মুক্তদৃষ্টি বা স্বাধীন। ব্যাকরণের বন্ধন কখনও কখনও কবিগণকে শৃঙ্খলিত করতে পারে না, আবার করাটাও উচিত নয়। নিরঙ্কুশ কবির ভাব-ভাগীরথীর স্বচ্ছন্দ প্রবাহ যাতে সহসা স্তিমিত হয়ে না যায় তার জন্য এরূপ প্রয়োগ বিদ্বদমহলে সাদরে সমাদরণীয়। আর এটা নিশ্চয়ই কবিগণের প্রতি বৈয়াকরণদের বাস্তব ও উদার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক। এই দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে 'সুগন্ধিঃ' পদটির প্রামাদিকতা ধর্তব্য নয়, বরং সাদরে বরণীয়।

'অগ্রহস্তৈঃ'

''তরুকিসলয়জালমগ্রহস্তৈঃ।''(শিশু.৭/২৯)

সর্ব॰ ''অগ্রাণি চ তে হস্তাশ্চেতি সমানাধিকরণসমাসঃ। অতএব 'হস্তাগ্রাগ্রহস্তাদয়ো গুণ-গুণিনোর্ভেদাভেদাৎ' ইতি বামনঃ।''

'অগ্রাণি চাসৌ হস্তাশ্চ, তৈঃ'- এই বিগ্রহে এখানে সমানাধিকরণ বিশেষণ 'অগ্রাঃ' পদের সঙ্গে বিশেষ্য 'হস্তাঃ' পদের *''বিশেষণং বিশেষ্যেণ বহুলম্''(২/১/৫৭)* সূত্রানুসারে সমানাধিকরণ তৎপুরুষ বা কর্মধারয় সমাস হয়েছে। অনন্তর সমাসপ্রাপ্ত শব্দের প্রাতিপদিকত্ব সংজ্ঞাহেতু 'সুপ্' বিভক্তি লোপে, আবার 'অগ্র' শব্দ বিশেষণ হওয়ায় উপসর্জনত্বহেতু তার পূর্বনিপাতে 'অগ্রহস্ত' শব্দ ও বিভক্তিকার্যে পুংলিঙ্গ তৃতীয়ার বহুবচনে 'অগ্রহস্তৈঃ' পদটি নিষ্পন্ন হয়েছে।

সংস্কৃত ভাষাতে 'অগ্রহস্তঃ', 'হস্তাগ্রম্', 'অগ্রপাদঃ', 'পাদাগ্রম্'- প্রভৃতি উভয় প্রকার পদেরই প্রয়োগ লক্ষিত হয। একটিতে 'অগ্র' শব্দের পূর্বনিপাত, আনার অন্যদিকে 'হস্তাদি' শব্দের পূর্বনিপাত। এরূপ পৃথক পৃথক শব্দের পূর্বনিপাত কিরূপে সম্ভব? কেউ কেই এই শব্দগুলিকে 'আহিতাগ্নি' গণপঠিত বলে *''বাহিতাগ্ন্যাদিষু''(২/২/৩৭)* সূত্রানুসারে বিকল্পে পূর্বনিপাতের বিধান বলে মনে করে থাকেন। কিন্তু উক্ত সূত্র বলে এখানে বিকল্পে পূর্বনিপাত হতে পারে না। কারণ *''বাহিতাগ্ন্যাদিষু''(২/২/৩৭)* সূত্রানুসারে কেবলমাত্র 'আহিতাগ্নি' গণপঠিত নিষ্ঠান্ত শব্দেরই বিকল্পে পূর্বনিপাত হয়। কিন্তু এখানে প্রযুক্ত 'হস্ত' শব্দটি নিষ্ঠান্ত নয়। হস্-ধাতুর উত্তর উনাদি তন্-প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন এই 'হস্ত' শব্দ। তাহলে এস্থলে 'হস্তাগ্রম্' হল না কেন? এই প্রসঙ্গে মল্লিনাথ বামনাচার্যকৃত সূত্রের উদ্ধৃতি তুলে ধরেছেন। এই সূত্রটি হল-

''হস্তাগ্রাগ্রহস্তাদয়ো গুণগুণিনোর্ভেদাভেদাৎ।''[১০]

অর্থাৎ বামনাচার্যের মতে, 'অগ্রহস্তঃ' বা 'হস্তাগ্রম্' প্রভৃতি পদগুলি 'গুণ-গুণিন্' সম্বন্ধের ভেদ ও অভেদবশতঃ প্রযুক্ত হয়ে থাকে। 'গুণ-গুণিন্' সম্বন্ধ এখানে পরার্থত্ব সাদৃশ্যে 'অবয়ব-অবয়বী' সম্বন্ধকেই দ্যোতিত কর। যেখানে 'গুণ-গুণিন্' বা 'অবয়ব-অবয়বী' সম্বন্ধের ভেদ বিবক্ষিত সেখানে 'হস্তাগ্রম্', 'পাদাগ্রম্'- প্রভৃতি পদগুলি প্রযুক্ত হয়। তখন 'হস্তস্য অগ্রম্'- এরূপ বিগ্রহে সেখানে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হয়। অন্যদিকে উপচারবশতঃ অভেদ বিবক্ষিত হলে 'অগ্রহস্তঃ', 'অগ্রপাদঃ'- প্রভৃতি সমানাধিকরণ তৎপুরুষ বা কর্মধারয় সমাস হয়ে থাকে। তাই

বামনোক্ত সূত্রের ব্যাখ্যাতে 'কামধেনু' টীকায় বলা হয়েছে-

''হস্তাগ্রেতি। অত্র গুণশব্দেন পরার্থত্বসাদৃশ্যাদবয়বো লক্ষ্যতে। তথা চ গুণগুণিনাবি- হাবয়বাবয়বিনৌ। তয়োর্ভেদবিবক্ষায়াং হস্তাগ্রাদয়ঃ। তদা ষষ্ঠীসমাসঃ। অভেদবিবক্ষায়াং ত্বগ্রহস্তাদয়ঃ। তদা অভেদোপচারেঽপি প্রবৃত্তিনিমিত্তভেদাদ্বিশেষণসমাসঃ।''

অতএব 'গুণ-গুণিন্' তথা 'অবয়ব-অবয়বী' সম্বন্ধের অভেদবশতঃ এস্থলে 'অগ্রহস্তৈঃ' পদের প্রয়োগ হয়েছে। অর্থাৎ এখানে 'অগ্র' ও 'হস্ত'- এর মধ্যে অভেদ বিবক্ষিত।

'খলূক্ত্বা'

''খলূক্ত্বা খলু বাচিকম্।''(শিশু.২/৭০)

সর্বঙ্কষা- ''উক্ত্বা খলু, ন বাচ্যং খল্বিত্যর্থঃ। 'অলংখল্বোঃ প্রতিষেধয়োঃ প্রাচাং ক্ত্বা' ইতি ক্ত্বাপ্রত্যয়ঃ। ইহ 'ন পাদাদৌ খল্বাদয়ঃ' ইতি নিষেধস্যোদ্বেজকাভিপ্রায়ত্বাৎ, নঞর্থখলুশব্দ-স্যানুদ্বেজকত্বাত্ নঞ্বদেব পাদাদৌ প্রয়োগে ন দুষ্যতীত্যনুসন্ধেয়ম্।''

এই শ্লোকাংশে চরণের প্রথমে নিষেধার্থক 'খলু' অব্যয়ের প্রয়োগ রয়েছে। নিষেধার্থক 'অলম্' ও 'খলু' অব্যয়ের যোগে *''অলংখল্বোঃ প্রতিষেধয়োঃ প্রাচাং ক্ত্বা''(৩/৪/১৮)* সূত্রানুসারে ক্ত্বাচ্-প্রত্যয় বিহিত হয়ে থাকে। তাই এখানেও 'খলু' অব্যয়ের যোগে ক্ত্বাচ্-প্রত্যয়ে 'খলূক্ত্বা' পদটি গঠিত হয়েছে।

সংস্কৃত শব্দশাস্ত্রের নিয়মানুসারে বাক্যের প্রথমে 'খলু' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ নিষিদ্ধ। কারণ 'কাব্যালংকার-সূত্রবৃত্তি' গ্রন্থে আচার্য বামন বলেছেন-

''ন পাদাদৌ খল্বাদয়ঃ।'' [১১]

তাহলে এস্থলে চরণের প্রথমে 'খলু' অব্যয়ের প্রয়োগ কিরূপে সমর্থনীয়? এর উত্তরে মল্লিনাথ যুক্তি দেখিছেন যে, এখানে 'খলু' অব্যয় নিষেধার্থ দ্যোতিত করছে। বাক্যালংকার, অবধারণ, জিজ্ঞাসা, অনুনয়াদি অর্থ ব্যতীত নিষেধার্থে 'খলু' অব্যয় বাক্যের প্রথমে প্রযুক্ত হতে পরে। অতএব এস্থলেও চরণের প্রথমে 'খলু' অব্যয়ের প্রয়োগে কোন বাধা নেই।

'ইব'

''ইব নিতরাং নতিমদ্ভিরংসভাগৈঃ।''(শিশু.৭/৬২)

সর্ব- '' 'ন পাদাদৌ খল্বাদয়ঃ' ইতি বামনীয়নিষেধেঽপি 'ইব' শব্দস্য পাদাদৌ প্রয়োগঃ কবেরৌদ্ধত্যাৎ। ''

সংস্কৃত কোন শ্লোক বা পদ্যের চরণের প্রথমে 'খলু', 'ইব', 'কিল'- প্রভৃতি পদগুলির প্রয়োগ সাধারণতঃ অনুচিত। শ্রুতিবিরসতার নিমিত্তে উক্ত পদগুলি বস্তুতঃ চরণের প্রথমে প্রযুক্ত হয়না। এই বিষয়ে বামনাচার্য নিষেধসূত্র করেছেন-

''ন পাদাদৌ খল্বাদয়ঃ।'' [১২]

অর্থাৎ পাদ বা চরণের প্রথমে 'খলু'-প্রভৃতি পদগুলির প্রয়োগ করা যায় না- এই হল উক্ত বামনীয় নিষেধসূত্রের অর্থ। সংস্কৃত শব্দশাস্ত্রে এরূপ প্রতিষেধ বিদ্যমান থাকলেও মহাকবি মাঘ এই শ্লোকের দ্বিতীয় চরণের প্রথমে 'ইব' শব্দের প্রয়োগ করেছেন। টীকাকার মল্লিনাথ এর কারণ ব্যাখ্যায় কবিগণের প্রতি উদার দৃষ্টিভঙ্গির কথা ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ সাহিত্যস্রষ্টা কবিগণের ক্ষেত্রে এই সমস্ত প্রয়োগ দোষাবহ নয়। সাহিত্য-সৃজনে কবিগণ মুক্তদৃষ্টি অর্থাৎ স্বাধীন। শব্দশাস্ত্রের চিরাচরিত শৃঙ্খল কখনও কখনও কবিগণকে শৃঙ্খলিত করতে পারে না, আবার করাটাও উচিত নয়। নতুবা কাব্যরসের স্বচ্ছন্দ প্রবাহ অনেকাংশে স্তিমিত হয়ে পড়বে, যা কখনও কাম্য নয়। কবিগণের প্রতি বৈয়াকরণগণের এই উদারদৃষ্টিবশতঃ এখানে চরণের প্রথমে 'ইব' শব্দের প্রয়োগ দোষাবহ নয়, বরং সাদরে গ্রহণীয়।

উপসংহার

অপার কাব্যসংসারে কবিগণই প্রজাপতি। কবিদেরর রুচি অনুসারেই কাব্যসংসার নির্মিত হয়। তবে প্রজাপতিসৃষ্ট সংসারতুল্য কাব্যসংসার ত্রুটিমুক্ত নয়। কাব্যে স্বল্পমাত্রদোষ পরিহরনের নিদান থাকলেও দোষহীন কাব্যনির্মান বস্তুতঃ সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। তাই প্রথিতযশা কবি-সাহিত্যিকদের রচনাতেও বিন্দুমাত্র হলেও দোষ লক্ষিত হয়েই থাকে। তবে বিবিধ সহৃদয়ের যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনার দ্বারা সেই সমস্ত ত্রুটি নিবারণের প্রয়াস প্রাচীনকাল থেকেই অব্যাহত। এই প্রসঙ্গে টীকাকার মল্লিনাথের ভূমিকা উল্লেখযোগ্যতার দাবী রাখে। তিনি মাঘকাব্যের বহুবিধ শিষ্টপদবিশ্লেষণে পাণিনীয় সূত্র ও বররুচির বার্তিক ছাড়াও 'মহাভাষ্য', 'কাশিকাবৃত্তি', 'কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি', 'ন্যাস', 'আখ্যাত-চন্দ্রিকা', 'প্রদীপটীকা' প্রভৃতি বহুবিধ গ্রন্থের মত গ্রহন করে

সেগুলির প্রামাণিকতা দেখিয়েছেন। তবে ব্যাকরণের দৃষ্টিতে যেগুলি একেবারেই সমর্থনযোগ্য হয়ে ওঠেনি সেইসব পদগুলির ব্যাখ্যাতে মল্লিনাথ 'নিরঙ্কুশাঃ কবয়ঃ' ইত্যাদি উক্তির দ্বারা কবিগণের স্বাধীনচেতা মননকে প্রাধান্য দিয়েছেন। অর্থাৎ কবি মহাকবিগণের প্রয়োগকে প্রামাদিক না বলে তিনি তাঁদের 'নিরঙ্কুশ' আখ্যার দ্বারা ব্যাকরণের বন্ধনমুক্ত করে দিয়েছেন। এর থেকে কবি মহাকবিগণের প্রতি মল্লিনাথের উদার দৃষ্টিভঙ্গির অসামান্য পরিচয়টিই ফুটে উঠেছে।

তথ্যসূত্র

1. 'বুধঁ অবগমনে', ভ্বাদি, সকর্মক, পরস্মৈপদী।
2. কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি ৫/২/২২
3. ''অব্যয়ম্' ইতি যোগো বিভজ্যতে। অব্যয়ং সমর্থেন মহ সমস্যতে সোঽব্যয়ী-ভাবঃ।'' (সিদ্ধান্তকৌমুদী/সমাসপ্রকরণনম্)।
4. ''সহস্য সঃ স্যাত্ অব্যয়ীভাবে, ন তু কালে।'' (সিদ্ধান্তকৌমুদী/সমাসপ্রকরণনম্)।
5. ''এতে পঞ্চবিংশতিরজন্তা নিপাত্যন্তে।'' (সিদ্ধান্তকৌমুদী/সমাসপ্রকরণনম্)।
6. ''তুল্যযোগে বর্তমানং 'সহ' ইত্যেতত্ তৃতীয়ান্তেন প্রাগ্বত্।'' (তত্রৈব)।
7. ''বহুব্রীহ্যবয়বস্য সহস্য সঃ স্যাদ্বা।'' (সিদ্ধান্তকৌমুদী/সমাসপ্রকরণনম্)।
8. ''উত্, পূতি, সু, সুরভি-ইত্যেতেভ্যঃ পরস্য গন্ধশব্দস্য ইকারাদেশো ভবতি সমাসান্তো বহুব্রীহৌ সমাসে।''(পাণিনীয় ৫/৪/১৩৫ সূত্রের কাশিকা বৃত্তি)।
9. 'গন্ধস্যেত্বে তদেকান্তগ্রহণম্'(বা.৩৩৬৮) এই বার্তিকটির অর্থ– গন্ধ শব্দ কোনদ্রব্যের একস্বরূপ বা অবিভাজ্য অংশ হলেই গন্ধ শব্দের অন্তবর্ণ স্থানে ইদ্ আদেশ হয়।
10. কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি ৫/২/২০
11. কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি ৫/১/৫
12. কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি ৫/১/৫

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

1. অষ্টাধ্যায়ীসূত্রপাঠঃ – পাণিনি বিরচিত, সম্পা. রমাশঙ্কর মিশ্র, মোতীলাল বনারসীদাস, দিল্লী, পুনর্মুদ্রন ২০০৫, প্রথম সংস্করণ ১৯৯০।
2. কাব্যালংকারসূত্রানি - বামন বিরচিত, নারায়ণরাম আচার্য কর্তৃক সংশোধিত, মোতীলাল বনারসীদাস, দিল্লী, ১৯৮৩।
3. চক্রবর্তী, সত্যনারায়ণ, পাণিনীয় শব্দশাস্ত্র, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কোলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৯।
4. বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কোলকাতা, ১৯৮৮।
5. বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী(প্রথম-চতুর্থ ভাগ), বালমনোরমা ও তত্ত্ববোধিনী টীকা সমেত, সম্পা. গিরিধর শর্মা ও পরমেশ্বর শর্মা, মোতীলাল বনারসীদাস, দিল্লী, পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ প্রথমভাগ ১৯৭৭, দ্বিতীয়ভাগ ১৯৮২, তৃতীয়ভাগ ১৯৭৭, চতুর্থভাগ ১৯৭৯।
6. ব্যাকরণমহাভাষ্য – পতঞ্জলি প্রণীত, প্রথম নবাহ্নিক, চারুদেব শাস্ত্রী সম্পা., মোতীলাল বনারসীদাস, দিল্লী, নবম পুনর্মুদ্রন ২০১৭।
7. শিশুপালবধম্ – মাঘপ্রণীত, সর্বঙ্কষা টীকা সমেত, সম্পা. হরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশ, সংস্কৃত বুক ডিপো, কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১৫।
8. শিশুপালবধম্ – মাঘপ্রণীত, সর্বঙ্কষা টীকা সমেত, সম্পা. পণ্ডিত দূর্গাপ্রসাদ ও পণ্ডিত শিবদত্ত, বাসুদেব লক্ষ্মণশাস্ত্রী পণশীকর কর্তৃক সংশোধিত, নির্ণয় সাগর প্রেস, বোম্বে (মুম্বই), চতুর্থ সং. ১৯০৫।